হীরে মানিক
সলিল দত্ত পরিচালিত কিশোর চিত্র
হীরে মানিক

মদনমোহন পিক্‌চার্সের নিবেদন

হীরে মানিক

সমীর ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে

কাহিনী বিন্যাস, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সলিল দত্ত

সঙ্গীত পরিচালনা : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহণ ॥ কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সম্পাদনা। অমিয় মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনা ॥ সত্যেন রায় চৌধুরী। রূপসজ্জা ॥ বসির আমেদ। প্রধান কর্মসচিব ॥ সন্দীপ পাল। শব্দগ্রহণ ॥ অতুল চট্টোপাধ্যায়, জে, ডি, ইরাণী, *অনিল নন্দন। সঙ্গীত গ্রহণ ॥ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সহকারী ॥ বলরাম বারুই। শব্দ পুনর্যোজনা ॥ জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।

: সহকারীতায় :

পরিচালনায় ॥ উদয় ভট্টাচার্য, পলু গাঙ্গুলী। চিত্র গ্রহণে ॥ অনিল ঘোষ, *স্বপন নায়েক। সম্পাদনা ॥ জয়দেব দাস। শিল্প নির্দেশনা ॥ শশাঙ্ক সান্যাল। ব্যবস্থাপনা ॥ দেবু হালদার, সতীশ দাস। রূপসজ্জা ॥ বেচু আমেদ। সাজসজ্জা ॥ কাত্তিক লেক্কা। আলোক সম্পাতে ॥ সতীশ হালদার, নারায়ণ চক্রবর্তী, দুঃখীরাম নস্কর, অনিল পাল, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং। পরিস্ফুটনে ॥ *অবনী রায়, রবীন চ্যাটার্জী, ফনিভূষণ সরকার, পঞ্চানন ঘোষ, কানাই ব্যানার্জী, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী। দৃশ্যসজ্জা ॥ ইয়ংবেঙ্গল ডেকরেটার্স, নিউ কর্ণওয়ালিস্। পোষাক পরিচ্ছদ ॥ নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। আলোক সজ্জা ॥ রসা ইলেকট্রিক। প্রচার পরিকল্পনা ॥ পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য স্থিরচিত্র ॥ এড্‌না লরেঞ্জ। প্রচার সচিব ॥ স্বপন ঘোষ। পরিচয় লিখন ॥ নিতাই বসু।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

দিলীপ খাঁ, প্রদীপ খাঁ, প্রণব বসু ও জগৎবল্লভপুর অধিবাসীগন, টালীগঞ্জ অধিবাসীগন, শম্ভুনাথ মণ্ডল, তরুণকুমার দলুই, শ্রীমতী ডলি পাছাল, এ, টি, দাঁ এণ্ড কোং, হসপিটাল এ্যাপ্লায়েন্সেস, সুখেন্দু সোম ঘাটশীলা, অরীন ঘোষ, মিঃ চাকী, মিঃ ব্যানার্জী (জলদা পাড়া), মিঃ ভোলানাথ শঙ্কর ঘোষ (চক্রধরপুর), রাধানাথ সিং, নির্মল পাইন।

গীতকার ॥ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠসঙ্গীতে ॥ মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনীতা মজুমদার, অমলেশ দলুই।

শ্রেষ্ঠাংশে : মাঃ বাপ্পা চক্রবর্তী (হীরে) মাঃ সৌম চট্টোপাধ্যায় (মাণিক)

: অন্যান্য চরিত্রে :

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম কুমার, গীতা নাগ, আল্পনা রায়, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপসী ভট্টাচার্য, মাঃ সন্দিপ, মাঃ কাঞ্চন, মাঃ অশোক, মাঃ অরুণ, মাঃ সঞ্জয়, পম্পা, সোমনাথ মুখার্জী, শেলী মজুমদার, রতন বোস, বংশী রায় ও চিন্ময় রায়।

নিউ থিয়েটার্স ১ নং ষ্টুডিওতে প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে গৃহীত।

আর, বি, মেহেতা কর্তৃক ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনায় : চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রা:) লিমিটেড

মুদ্রণে : প্রিন্টোরিয়েন্ট ৩২/১৩ বি, বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

হীরা ও মানিক দু'ভাই। হীরার বয়স ছ'বছর, মানিকের বয়স নয়। তারা বাবা ও মার সাথে পরম আনন্দে ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনা তাদের কাছ থেকে বাপ মাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। দু'ভাই হল একেবারে নিঃসঙ্গ।

পিতৃবন্ধু এটর্নী অসীম বসুর রক্ষণা বেক্ষণে যে বিরাট এক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তারা হল—তা তারা জানতেই পারল না। কিন্তু এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে তারা যে দূর সম্পর্কর কাকার কাছে আশ্রয় পেল সেখানে এই অজানা সম্পত্তিই তাদের অশেষ দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। কাকা ও কাকী সেই সম্পত্তি হাত করবার লোভে সবসময় বাচ্চা দুটোকে বিশেষ যন্ত্রনা দিত, এমনকি হীরা, মাণিকের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করত। বেশী দিন এই যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে একদিন হীরা মাণিক গেল বাড়ী থেকে পালিয়ে।

কিন্তু তাদের কাকা হাল ছেড়ে দিলেন না। তিনি তাদের খোঁজে পাঠালেন নিজের শ্যালক রবি কে।

ক'য়েকটা দিন হীরা মাণিক কাটাল এক ট্রাক ড্রাইভারের আড্ডায় কিন্তু শিশুদের পক্ষে সে পরিবেশ অসহনীয় হওয়ায় সেখান থেকে তারা চলে গেল। তাদের স্বপ্নরাজ্য 'চাঁদের

পাহাড়ে'র খোঁজে তারা আবার নেমে পড়ল রাস্তায়।

অনুসরণরত রবিকে এড়াবার জন্য এবার তারা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। জঙ্গল থেকে বনে হয়ে আফ্রিকাতে তাদের স্বপ্নরাজ্য চাঁদের পাহাড়ে পৌছানোর এক চমৎকার পরিকল্পনা তারা তৈরী করল। অবশ্য এই 'চাঁদের পাহাড়' আছে কেবল রূপকথাতেই। ওদের একান্ত বিশ্বাস স্নেহাতুর বাবা ও মা তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সেই 'চাঁদের পাহাড়ে' আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু বনের জীবন অতটা সহজ হল না। রোদের তাপ, ঝড় সর্বোপরি অনাহার তাদের দুর্বল করে ফেলল। অবশেষে হীরা পড়ল অসুখে। অসুস্থ ভাইকে কাঁধে নিয়ে মাণিক টলতে টলতে বনের মধ্যে চললো, হঠাৎ সে দেখতে পেল জঙ্গলের মধ্যে এক বাংলো বাড়ী। সেখানে বাস করেন রেঞ্জার সাহেব প্রশান্ত রায় এবং তার স্ত্রী মণিমালা—যাঁরা তাঁদের একমাত্র সন্তান, আট বছরের ছেলেকে হারিয়েছেন। মণিমালার অতৃপ্ত মাতৃ স্নেহ প্রকাশের নতুন পথ পেল এবং তাঁর স্নেহ অজস্রধারায় বর্ষিত হতে লাগল এই নিরাশ্রয়ী দুটি শিশুর ওপর। ছেলে দু'টোর মনে হল তারা যেন আবার নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এসেছে। কিন্তু ভাগ্য তাদের নিয়ে নতুন খেলা খেললেন। প্লাসটিকের একটা দূরবীণ নিয়ে সামান্য একটা ব্যাপার ছেলে দুটোকে এক ঘটনা আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিল। দুঃখ ভারক্রান্ত হৃদয়ে আবার তারা তাদের 'চাঁদের পাহাড়ে'র উদ্দেশ্যে পথে নেমে পড়লো। অন্যদিকে রবির সাহায্য নিয়ে তাদের কাকা প্রশান্তর বাংলো অবধি এসে ছেলেদের খোঁজ পেলেন এবং তাদের ওপর আইনানুগ তাঁর অভিভাবকত্বের অধিকারী খাটাতে চাইলেন। কিন্তু এই সময় এটনী সেখানে এলেন এবং কাকার বদমতলবের কথা বুঝে তাঁর বদলে প্রশান্তকে ছেলে দু'টোর আইনসম্মত অভিভাবকত্ব দিতে চাইলেন।

কিন্তু এই ভাবে যাদের ভাগ্য নিনীত হল সেই ছেলে দু'টো কোথায়? তারা তখন এক ক্ষিপ্ত হাতীর তাড়া খেয়ে প্রাণপণ পালাচ্ছে—হাতীটা উন্মত্তের মত তার হারিয়ে যাওয়া শাবক খুঁজে বেড়াচ্ছিল। প্রশান্ত এ খবর পেয়ে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটলো।

মণিমালা ও এটনীও পেছন পেছন ছুটলো। ছেলে দুটোকে ফিরে পাবার জন্য মণিমালার আকাঙ্খা সন্তানহারা ঐ হাতীটার মত তীব্র, প্লাস্টিক বাইনোকুলার রহস্য তার কাছে বেদনা দায়ক ভাবে সুস্পষ্ট।

একদিকে সন্তানহারা মার আকৃতি—অন্যদিকে উন্মত্ত হাতির মুখে দুটি কিশোর। কিন্তু তাদের স্বপ্নরাজ্য 'চাঁদের পাহাড়' কি এই জঙ্গলেই তারা খুঁজে পেল?

সঙ্গীত

এক

আজ আমাদের যাত্রা সুরু
নিরুদ্দেশে এক ছুটির দেশে
যেথা খোলা আকাশ
শুধু গন্ধ বলে
বন্ধু হয়ে এসে
আজ আমাদের যাত্রা সুরু
নিরুদ্দেশে এক ছুটির দেশে
যেথা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
তাল তমালের ব-ও-ও-ন
পক্ষিরাজে কোন সোওয়ারী
ঘোরে সারাক্ষন—
সেকি মানিক আমার
নাকি হীরে আমার
সাজে রাজকুমারের বেশে
আজ আমাদের যাত্রা সুরু
নিরুদ্দেশে এক ছুটির দেশে

যেথায় সারা বেলা—আছে শুধু খেলা
নেই কাজের তাড়া যে দেশে
আজ আমাদের যাত্রা সুরু
নিরুদ্দেশে এক ছুটির দেশে
আর চাঁদের পাহাড়!
সেই চাঁদের পাহাড়—মাথায় যাহার
রামধনু রাঙা হয়-য়-য়
আর বুকটা ভরে থরে থরে
পান্না প্রবাল জেগে রয়
আমার ইচ্ছে করে
ওর ওই পাথরে
ও-ও-ও-আমার ইচ্ছে করে
ওর ওই পাথরে
যাই ঝর্ণা হয়ে ভেসে
আজ আমাদের যাত্রা সুরু
নিরুদ্দেশে এক ছুটির দেশে
যেথা খোলা আকাশ
শুধু গন্ধ বলে
বন্ধু হয়ে এসে
আজ আমাদের যাত্রা সুরু
নিরুদ্দেশে এক ছুটির দেশে
লা-লা-লা-লা-লা-লা-লা

দুই

এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে
চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবো
সেই চাঁদের পাহাড়-ড়-দেখতে পাবো
সেই চাঁদের পাহাড়—মাথায় যাহার
রাম ধনু রঙ হয় দেখতে পাবো
ঠিক পৌঁছে যাবো
এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে
চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবো
বড় কিছু কাজ কিগো সহজে হয়
কষ্টকে মনে করো কষ্ট নয়
দুটি চোখ ভরে জল এলে
চোখেই তা মুছে ফেলে
নূতন সাহসে এই বুক ভরাবো
ঠিক পৌঁছে যাবো
এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে
চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবো
আসুক দুঃখ তাতে দুঃখ নেই
সুখের রাজ্য আছে এই পথেই
মনটা শক্ত করে—দুহাতে-দুহাত ধরে
যাকিছু শঙ্কা ভয় সব তাড়াবো
ঠিক পৌঁছে যাবো।
এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে
চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবো

তিন

জঙ্গল এর নাম জঙ্গল
ওই এলো
ওরে বাবা
জঙ্গল এর নাম জঙ্গল
জানোয়ার আছে এক দঙ্গল
বাঘ মামা ধারে কাছে
হামাগেড়ে বসে আছে
ঘাড়ে এসে পড়বেই ধপ করে
আর দু'টোকেই খেয়ে নেবে গপ করে
এই গপ করে···গপ করে···গপ করে
জঙ্গল এর নাম জঙ্গল
নয়তো কান দুটো মুলে দেবে ভালুক
আর গালাগাল দেবে যত উল্লুক
ইডিয়ট—গাধা ছুঁচো—ব্যাটা উল্লুক
উঃ
উঃ
দেঁতো হাসি হেসে হেসে
সামনে ওদের বসবে এসে
গোদা গোদা হাতিগুলো থপ্ করে
দু'টোকেই ধরবে খপ্ করে
এই জঙ্গল এর নাম জঙ্গল
তখন শিম্পাজী হয়ে খুসী
বুকে মেরে কিল ঘুঁষী
গাছ থেকে নামবে পথে ঝপ করে
আর দু'টোকেই ধরে নেবে খপ্ করে

চার

ও—ও—ঘর ঘর মে দীপক জলতে
খুশিওকে পটাকে ফাটতে—এ—এ—এ—এ
ও-ও-ও-ও
আজ দিওয়ালী হ্যায়
ঘর ঘর মে আজ উজালা হ্যায়
পর দিল মেরা দিওয়ালা হ্যায়
ম্যায় আশীক হুঁ—হুঁ—হুঁ
ম্যায় আশীক হুঁ-অ্যায় আপনে জনকা
পর পথকা আজ দিওয়ানা হুঁ—হুঁ—হুঁ
ঘর ঘর মে আজ উজালা হ্যায়
পর দিল মেরা দিওয়ানা হৈ
ইয়ে ক্যায়সী আজ উজালা হ্যা
মেরে দিল পর তালা হ্যায়
পর পথকা ম্যায় মস্তানা হুঁ
ঘর মেরা বেগানা হ্যায়

আরে দুঃখ কিসের
রাস্তা মোদের বাড়ী বন্ধু—ও—ও
রাস্তা মোদের বাড়ী বন্ধু
রই যে দিবস রাতি
গাড়ী হলো মনের মানুষ
দুঃখ-সুখের সাথী
এই চাকাতেই ঘুরছে মোদের
সাধের ইহকাল
এই ভাবেতেই চলছি আজও

চলবো চিরকাল

বন্ধুরে-রে—
ও—এ—এ—ও—ও—ও—
দূর হু নূরসে
প্যার সে ইয়ার সে
ইয়াদ আতি হ্যায় ঘর কি—ই—ই—ই
এ—ও—ও—ও—
দিন রাত সে—এ—এ—এ—

এটাই তো আমাদের জীবন
পৌঁছে দিলে ঠিক সময়ে—এ—এ—
পৌঁছে দিলে ঠিক সময়ে
মহাজনের পন্য—
আমরা পাবো দু'টো রুটি
দু'এক মুঠো অন্ন—
আধপেটা খাই আজকে আমরা
আধপেটা খাই কাল—
এই আমাদের বিধিলিপি
এই কপালের হাল—
বাবুরে—
আরে বা—আ—আরে বা আ—
বলে—বলে—
হম নানা—আরে হম নানা—
হম নানা—
অ্যায়—অ্যায়—হম নানা—
হম নানা—হম নানা—

শিল্পী সংসদের
দ্বিতীয় নিবেদন
দুই পৃথিবী
নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে ভরা সুপারহিট ছবি!
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা-পীযূষ বসু
উত্তম-সুপ্রিয়া-তনুশ্রী-রঞ্জিত-ভিক্টর-অনিল-গীতা-কল্যাণী
সুশীল মজুমদার ও শিল্পী সংসদের হাজার শিল্পী
সুখেন দাস
পরিচালিত
উত্তম-সুমিত্রা-সাবিত্রী-বিকাশ
শুভেন্দু-অনিল-ছায়া দেবী ও সুখেন দাস
অভিনীত
এস-ডি-ফিল্মসের
রাজনন্দিনী
সঙ্গীত-অজয় দাস
শ্রীমন্ত স্টুডিওজের
বাঁশরী
পরিচালনা
অসীম ব্যানার্জী
সরকার ফিল্মস
প্রযোজিত
মাদার
(রঙিন)
কাহিনী-আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা-নারায়ণ চক্রবর্তী
সঙ্গীত-বীরেশ্বর সরকার
শ্রে • শর্মিলা • অমল পালেকার • দীপঙ্কর
যুঁই • মা: অরিন্দম
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত